**** ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজ, মাদানী কাজের হাদফ, মাদানী কাজের পদ্ধতি, মাদানী কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্বলিত বিভিন্ন মাদানী ফুল দ্বারা সমৃদ্ধ মাদানী পুষ্পধারা ****

ইসলামী বোনদের
৮টি মাদানী কাজ

উপস্থাপনায় : মারকাযী মজলীশে শূরা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির-মহান ও চির-মহিমান্বিত! (আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।" (তারিখে দামেশ্ক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
নেকীর দাওয়াতের মাদানী সফর	৩
ইনফিরাদী কৌশিশের প্রতিফল	৬
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী সফর	৮
সর্বপ্রথম মাদানী কাজ	৯
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বিন্যাস	১০
যেলী হালকা কাকে বলে?	১১
৮টি মাদানী কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	১২
দৈনিক ৪টি মাদানী কাজ	১৩
(১) ইনফিরাদী কৌশিশ	১৩
ইনফিরাদী কৌশিশের গুরুত্ব	১৩
(২) ঘর দরস	১৫
ঘরে দরস দেয়ার ১৪টি মাদানী ফুল	১৬
ঘরে দরস দেয়ার উদ্দেশ্য	১৯
মাদানী দরস দেয়ার পদ্ধতি	২০
দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন	২১
(৩) বয়ান বা মাদানী মুযাকারা	২৪
মাদানী মুযাকারা মজলিশের ২৪টি মাদানী ফুল	২৫
(৪) প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা	৪০
সাপ্তাহিক ২টি মাদানী কাজ	৪২
(৫) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা	৪৩
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থাপনা	৪৩
সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার জাদুয়াল	৪৫
আত্তারের দোয়া	৪৫
(৬) মাদানী দাওরা	৪৫
মাসিক ২টি মাদানী কাজ	৪৯
(৭) মাসিক তরবিয়্যতী হালকা	৮৯
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা	৪৯
(৮) মাদানী ইনআমাত	৫০
মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:	৫০
মাদানী বাহার	৫২
তথ্যসূত্র	৫৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً অর্থাৎ তার উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর** ফিরিশতাগণ ৭০বার রহমত প্রেরণ করেন।[১]

রহমত না কিস তারাহ হো গুনাহগার কি তরফ
রহমান খোদ হে মেরে তরফদার কি তরফ [২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের মাদানী সফর

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনের হিফাযতের জন্য প্রত্যেক যুগে এমন এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন, যারা শুধু এই দ্বীনে মতিনের (শক্তিশালী ধর্ম) উপর নিজে আমল করেননি, বরং অপরের নিকট এর শিক্ষা পৌঁছারো এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করারও সর্বত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালা** সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, **তিনি** কখনোই কারো মুখাপেক্ষী নন। **তিনি**

১. মুসনাদে আহমদ, ৩/৫৯৯, হাদীস নং- ৬৯২৫। ২. যওকে নাত, ১১১ পৃষ্ঠা।

আপন কুদরতী ক্ষমতাবলে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, একে বিভিন্নভাবে সুসজ্জিত করে এতে মানুষকে প্রেরণ করেছেন, অতঃপর তাদের হেদায়তের জন্য বিভিন্ন সময়ে নবী ও রাসূল عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام প্রেরণ করেছেন। যদি **তিনি** ইচ্ছা পোষণ করতেন, তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ছাড়াও বিপথে চলা মানুষদের সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু **তাঁর** ইচ্ছা কিছুটা এরূপ যে, **তাঁর** বান্দারা নেকীর দাওয়াত দিক আর এই পথে কঠোর পরিশ্রম করে **আল্লাহ তায়ালার** মহান দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করুক। অতএব **আল্লাহ তায়ালা** আপন নবী ও রাসূলদেরকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করতে থাকেন এবং সর্বশেষ **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেছেন আর **তাঁর** মাধ্যমে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন। অতঃপর এই মহান মর্যাদা আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের উপর সমর্পণ করে দিয়েছেন যে, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে একে অপরকে সংশোধন করতে থাকে এবং নেকীর দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং মক্কা মুকাররমায় **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করেছেন এবং এই কাজে সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইসলাম প্রচারে যে সহযোগীতা করেছেন, তা অতুলনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, যখন এই ভূমিতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, শীঘ্রই যার দারুল হিজরত (হিজরতের দ্বার), মদীনাতুন নবী এবং মাদানী মারকাযের মর্যাদা অর্জিত হবে। তখন

সেখানকার অধিবাসীরা বায়আতে উকবা করার পর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভাবীদের আশ্রয়স্থল দরবারে আরয করলেন: এমন কোনো মুবাল্লিগকে তাদের এখানে প্রেরণ করুন, যে শুধু তাদের এলাকায় (Area) নেকীর দাওয়াত প্রসার করবে না বরং মানুষদেরক কোরআনে করীমের শিক্ষা (Teachings) দ্বারাও সজ্জিত করবে। সুতরাং **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে নির্বাচন (Select) করলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নবুওয়ত প্রকাশের **১১**তম বছর (৬২০ সালে) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন এবং শুধুমাত্র **১২** মাসের স্বল্প সময়েই তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এতই সুচারু রূপে নেকীর দাওয়াত প্রসার করেন যে, মদীনা শরীফের অলিতে গলিতে **আল্লাহ তায়ালার** যিকির এবং **রাসূলে খোদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনায় ঝলমল করতে লাগলো। চারিদিকে দ্বীন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো। শিশু কিংবা যুবক, প্রত্যেকের অন্তর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার আলোয় আলোকিত হয়ে গেলো। অতঃপর হজ্বের সময় তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ৭০ জন আনসারীর এক মাদানী কাফেলা নিয়ে **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এভাবে দ্বিতীয় বায়আতে আকাবায় মদীনার আনসারী কাফেলার সদস্যরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের দৌলত লাভ করে সাহাবী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করলেন।[১]

১. তবকাতুল কুবরা, ৩৫ পৃষ্ঠা। মাসআবুল খাইর ইবনে উমাইর, ২/৮৮।

মে মুবাল্লিগ বনো সুন্নাতো কা, খুব চর্চা করো সুন্নাতো কা
ইয়া খোদা! দরস দো সুন্নাতো কা, হো করম! বেহরে খাকে মদীনা [১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসয়াব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাধ্যমে খুব দ্রুত ইসলামের দাওয়াত মদীনায়ে তায়্যিবার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো, এটা তাঁর সর্বোচ্চ ইনফিরাদী কৌশিশের প্রতিফল ছিল। যা তিনি রাতদিন অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতকে প্রসার করার জন্য দিনরাতের তোয়াক্কা না করেই যখনই, যেখানেই নেকীর দাওয়াত দিতে যেতে হয়েছে সেখানে যেতে কখনোই কোন অলসতা প্রদর্শন করেননি।

সুন্নাত হে সফর দ্বীন কি তাবলীগ কি খাতির
মিলতা হে হামে দরস ইয়া আসফারে নবী সে [২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদী কৌশিশের প্রতিফল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াতের এই সফর এভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পর যখনই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মত বে-আমালের চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে, তখন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** কোন নেককার বান্দাদের মাধ্যমে মুক্তির পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেমনটি পনেরশ শতাব্দীতেও অবস্থা যখন এমনি হলো

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা। ২. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

তখন এই করুণ অবস্থায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ শুরু করেন। তিনি **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় ডুবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের সংশোধনের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করেন আর দেখতে দেখতেই তাঁর রাতদিনের চেষ্টা, দোয়া, **খোদাভীতি** ও ইশ্‌কে মুস্তফা এবং একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা, সৎচরিত্র ও উদারতা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার বরকতে মুসলমান নর-নারী বিশেষ করে যুবকেরা দলে দলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। বে-নামাযীরা নামাযী হলো, চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী ও হত্যাকারী, জুয়ারী ও মদ্যপায়ী এবং অন্যান্য অপরাধে জর্জরিত মানুষেরা তাওবা করে সমাজে ভালো মানুষ হয়ে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ ও আনুগত্যে লিপ্ত হয়ে গেলো, বেপর্দা চলাফেরাকারীনির লজ্জার চাদর নসীব হয়ে গেলো। শরয়ী পর্দা করার মাদানী মানসিকতা তৈরি হয়ে গেলো। শরয়ী পর্দার মাদানী বাহার আসতে লাগলো।

করেঁ ইসলামী বেহনে শরয়ী পর্দা
আতা ইন কো হায়া শাহে উমম হো[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী সফর

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তাধারা, উম্মতের কষ্টে ব্যথিত অন্তর এবং নেকীর দাওয়াতের লোভ স্বভাবগত ফল। তাঁর আকাংখা যে, প্রত্যেক মুসলমান যেনো মূলত মুস্তফার গোলামীর রশি নিজের গলায় পড়ে নেয় এবং চলা-ফেরায় সুন্নাতের এমন চিত্র প্রদর্শিত হোক যে, তাকে দেখে মদীনার ঐ দৃশ্য মনে চলে আসে, যে মদীনায় প্রথম মুবাল্লিগ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুসয়াব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নেকীর দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মদীনায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনের সময় দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ যেভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনে চারিদিকে আনন্দময় পরিবেশ ছিল, পাগড়িকে পতাকা বানিয়ে উড্ডয়ন করা হচ্ছিলো, প্রত্যেকের মুখে ভালবাসা ও ভক্তির সঙ্গীত ছিল, অনুরূপভাবে ঘরে ঘরে ইশ্‌কে মুস্তফার এমন প্রদীপ জ্বলে উঠুক যে, যার আলোয় পরকালের পথের প্রত্যেক মুসাফির নিজের গন্তব্যের দিকে যেনো ধাবমান থাকে আর কখনোই যেনো রাস্তায় পথভ্রষ্ট না হয় আর কখনো যেনো পথের কষ্ট ও বিপদাপদে ক্লান্ত হয়ে যেনো বসে না থাকে। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন প্রাথমিক অবস্থায় না কোন বিভাগ ছিলো, না ছিলো কোন দরসি কিতাব। কোন মুবাল্লিগ ছিলো না, না কোন মুয়াল্লিম ছিলো, ছিলো না মাদানী মারকায, না কোন মাদরাসাতুল

মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা বরং কাজ করার কোন স্পষ্ট পদ্ধতিও ছিলো না আর যদি এভাবে বলা হয় যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** আসলেই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একারই নাম, তবে অতিরঞ্জিত হবে না।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একনিষ্ট দোয়া, অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্য কৌশল এবং সুচারু কর্মপদ্ধতির ফল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী সংগঠন অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুসংগঠিত সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে, যার যেলী মুশাওয়ারাত হতে আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাত এবং মারকাযী মজলিশে শূরা হাজারো যিম্মাদার এবং দুনিয়ার জুড়ে লাখে লাখ ইসলামী ভাইয়ের উত্তাল সমুদ্র হিসেবে দেখা যায়, লাখো লাখ ইসলামী বোনেরাও পর্দার মধ্যে থেকে মাদানী কাজে লিপ্ত রয়েছে।

তানহা চলা তো সাথ তেরে হো গেয়া জাঁহা
মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সর্বপ্রথম মাদানী কাজ

সর্বপ্রথম মাদানী কাজ, যা থেকে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের ধারাবহিকতা সূচনা করেন, তা হলো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা। এখান থেকেই তিনি সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করেন। অতঃপর যখন আহলে

সুন্নাতের মসজিদ সমূহে দরসের ব্যবস্থা শুরু হলো তখন প্রাথমিক অবস্থায় হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ কিতাব **"মুকাশাফাতুল কুলুব"** হতে দরস দেয়া হতো। এরপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একাকিত্ব অবলম্বন করেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতকে অসংখ্য সুন্নাতের সমন্বিত সমষ্টি **"ফয়যানে সুন্নাত"** আকারে প্রদান করেন।

অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার বরকতে বিভিন্ন শহর থেকে নির্গত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দেখতে দেখতে বাবুল ইসলাম (সিন্ধু প্রদেশ), পাঞ্জাব, খায়বার পাখতুন খাঁ (KPK), কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, গিলগিত বলতিস্তান অতঃপর ভারত, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কোরিয়ার মতো মাদানী কাজের মাদানী বাহার ছড়িয়ে পড়ছে, বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা দুনিয়া জুড়ে পৌঁছে গেছে।

আল্লাহ করম এয়সা করে তুঝ পে জাঁহা মে
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বিন্যাস

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বিন্যাস, যেলী হালকা থেকে শুরু করে মারকাযী মজলিশে শূরা পর্যন্ত। শায়খে তরীকত, আমীরে

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।

আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতিষ্ঠাতা। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মহান অট্টালিকায় যেলী হালকা হলো এর ভিত্তি এবং মারকাযী মজলিশে শূরা ছাদের ভুমিকা রাখে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাঠামোতে যদিওবা এর প্রত্যেকটি বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই বাস্তবতাটি প্রত্যেকেই জানে যে, ভবনের স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তা, ভিত্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং একেবারেই স্পষ্ট যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যেলী হালকার গুরুত্ব কেমন, যেলী হালকা যতই শক্তিশালী হবে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও ততই শক্তিশালী এবং সাফল্যের উন্নত শিখরে পৌঁছে যাবে এবং যেলী হালকার শক্তি, যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের উপর নির্ভর করে।

যেলী হালকা কাকে বলে?

প্রত্যেক মসজিদ এবং এর আশেপাশের এলাকা, যেমন; আবাসিক এলাকা, বাজার (Market), স্কুল (School), কলেজ (College), সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে সাংগঠনিকভাবে যেলী হালকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কখনোবা (Sometimes) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সংশ্লিষ্ট মুশাওয়ারাতের নিগরান কোন জনবহুল এলাকা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করে একে আলাদা যেলী হালকা বানিয়ে দিয়ে থাকেন।

যেলী হালকা মুশাওয়ারাতঃ নিম্নে উল্লেখিত ৩জন যিম্মাদারের সমন্বয়ে যেলী হালকা মুশাওয়ারাত বানানো হয়।

১। যেলী হালকা মুশাওয়ারাত যিম্মাদার, ২। মাদানী দাওরা যিম্মাদার, ৩। মাদানী ইনআমাত যিম্মাদার।

মদীনাঃ কিছু কিছু যেলী হালকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য বিভাগের যিম্মাদাররাও আপন আপন বিভাগ এবং মজলিশের নির্ধারিত মাদানী ফুল অনুযায়ী মাদানী কাজ করে থাকে, কিন্তু তারা সবাই যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারের অধীন হয়ে থাকেন।

৮টি মাদানী কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ইসলামী বোনদেরও এটাই মাদানী উদ্দেশ্য যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ**।"** সুতরাং এই মাদানী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার পক্ষ থেকে ইসলামী বোনদেরকে যেলী হালকায় ৮টি মাদানী কাজ দেয়া হয়েছে, দিনের হিসেবে যদি তা দেখা হয়, তবে এর বন্টন কিছুটা এরূপ:

দৈনিক ৪টি মাদানী কাজঃ (১) ইনফিরাদী কৌশিশ, (২) ঘর দরস,
(৩) বয়ান বা মাদানী মুযাকারা
(৪) প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা

সাপ্তাহিক ২টি মাদানী কাজঃ (৫) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা,
(৬) মাদানী দাওরা।

মাসিক ২টি মাদানী কাজঃ (৭) মাসিক তরবিয়্যতি হালকা,
(৮) মাদানী ইনআমাত।

আসুন! এই মাদানী কাজ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনে নিই।

দৈনিক ৪টি মাদানী কাজ

(১) ইনফিরাদী কৌশিশ

(দৈনিক কমপক্ষে ২ জন ইসলামী বোনকে ইনফিরাদী কৌশিশ করা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে কয়েকজন (যেমন; দুই বা তিন জন) ইসলামী বোনকে আলাদাভাবে নেকীর দাওয়াত দেয়াকে (অর্থাৎ তাদেরকে বুঝানো) ইনফিরাদী কৌশিশ বলে।

ইনফিরাদী কৌশিশের গুরুত্ব

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৯৯% মাদানী কাজ ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমেই করা সম্ভব।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই ইনফিরাদী কৌশিশ সম্মিলিত কৌশিশের চেয়ে অধিক কার্যকর। কেননা প্রায় দেখা গেছে যে, ঐ ইসলামী বোন যে অনেকদিন ধরে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে আসছে। সে বয়ানের মাঝে প্রদানকৃত বিভিন্ন উৎসাহ যেমন; পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানে রোযা রাখা এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা ইত্যাদিতে লাব্বায়িক বলে নিয়্যতও করেছিলো, কিন্তু এরপরও আমল করতে পারেনি। তবে যখন কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করে ইনফিরাদী কৌশিশ করে ধীরে ধীরে উল্লেখিত কাজগুলোর উৎসাহ দেয়, তখন সে এর উপর আমলকারী হয়ে যায়। যেনো সম্মিলিত কৌশিশের মাধ্যমে লোহা গরম হলো আর

১. ইনফিরাদী কৌশিশ মাআ ২৫ হিকায়াতে আত্তারীয়া, ২২ পৃষ্ঠা।

ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে এই গরম লোহার উপর আঘাত করা হয়। এভাবেই সম্মিলিত কৌশিশের বিপরীতে এক বা দুইজন ইসলামী বোনের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করা অনেক সহজ, কেননা অসংখ্য ইসলামী বোনের সামনে বয়ান করা প্রত্যেকের জন্য সহজ কথা নয় অথচ ইনফিরাদী কৌশিশ প্রত্যেকেই করতে পারে। যদিও সে বয়ান করতে পারুক বা না পারুক। এই ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে সাংগঠনিক লাভ ছাড়াও আমাদের নিম্ন লিখিত উপকারও অর্জিত হবে।

اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(১) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নেকীর প্রতি পথ প্রদর্শনকারীও নেক কাজ সম্পাদনকারীর মতই।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ নেক কাজ সম্পাদন কারী, সম্পাদন করানো, উদ্ভুদ্ধকারী এবং পরামর্শদাতা সবাই সাওয়াবের অধিকারী।[২]

(২) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ**! যে আপন ভাইকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে,

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, ৬২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৭০।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ১ম অধ্যায়, ১/১৯৪।

তাকে নেকীর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তবে তার প্রতিদান কি? ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।[১]

(২) ঘর দরস

(প্রতি যেলী হালকার লক্ষ্য: কমপক্ষ্যে একজন ইসলামী বোন, প্রতি যেলী হালকার লক্ষ্য: ১২টি ঘর দরস)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়াও অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **ফয়যানে সুন্নাত** হতে ঘরে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **ঘর দরস** বলা হয়। ঘর দরসও ইলমে দ্বীনের ক্রমবিকাশের একটি অংশ, যার জন্য প্রত্যেক ইসলামী বোনকে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি ঘর দরস দেয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা হতে মাদানী দরস দিন। তবে কয়েকটি কিতাব ও রিসালা থেকে দরস দেয়ার অনুমতি নেই, তা হতে কয়েকটি হলো; (১) কুফরীয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব। (২) ২৮টি কুফরী বাক্য। (৩) গানো কি ৩৫ কুফরীয়্যা আশআর। (৪) পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৫) চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৬) আকীকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৭) ইস্তিন্জার পদ্ধতি। (৮) নামাযের আহকাম। (৯) ইসলামী বোনদের নামায। (১০) যিকির সহকারে নাত পরিবেশন।

১. মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫-বাবু ফিল আমরি বিল মা'রুফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, ৬৫ পৃষ্ঠা।

(১১) নাত পরিবেশনকারী ও হাদিয়া। (১২) লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা। (১৩) কাপড় পাক করার পদ্ধতি সম্বলিত নাপাকীর বর্ণনা। (১৪) রফিকুল হারামাইন। (১৫) রফিকুল মু'তামিরীন। (১৬) হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল।

তাছাড়া মনে রাখবেন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা ছাড়াও অন্য কোন কিতাব হতে দরস দেয়া মারকাযী মজলিশে শূরার পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে দরস দেয়ার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোন ইসলামী বিষয় পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে এর মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা এর দ্বারা বদ মাযহাবী দূর হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী।[১]

(২) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** ঐ ব্যক্তিকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অপরের নিকট পৌঁছায়।[২]

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নাম মুবারকের একটা হিকমত এটাও যে, তিনি (হযরত ইদ্রীস) عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালা** প্রদত্ত সহিফাগুলো লোকদেরকে বেশি পরিমাণে

১. হিলয়াতুল আওলীয়া, ১০/৪৫, নম্বর- ১৪৪৬৬।
২. তিরমীযি, আবওয়াবুল ইল্‌ম, বাবু মা জা ফিল হছ, ৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৫৬।

শুনাতেন, তাই তাঁর নামই ইদ্রীস অর্থাৎ দরস প্রদানকারী হয়ে গেলো।[১]

(৪) হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا (অর্থাৎ আমি ইল্‌মের দরস দিতে থাকলাম অবশেষে কুতুবিয়্যতের মর্যাদা লাভ করলাম)।

(৫) দরস দেওয়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি মাদানী কাজ। ঘর, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে (পর্দা ও সাবধানতার সহিত) সময় নির্দিষ্ট করে দরসের মাধ্যমে অধিকহারে সুন্নাতের মাদানী ফুল বন্টন করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) প্রতিদিন কমপক্ষে দু'টি দরস দেওয়া ও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন। (এই দু'টির মধ্যে যেনো ঘরে অবশ্যই একটি দরস হয়)

(৭) ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ

وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজের পরিবার বর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্দন হচ্ছে মানুষ ও পাথর) নিজেকে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হলো, ঘর দরস।

(৮) সকল ইসলামী বোন আপন পরিবারকে (যেনো নামুহরিম না হয়) ইনফিরাদী কৌশিশ করে ঘর দরসে অংশগ্রহণ করানোর জন্য

১. তাফসীরে বাগভী, ১৬তম পারা, আয়াত ৩, ৫৬/৯১।

প্রস্তুত করুন। কিন্তু এর জন্য জেদ করা যাবে না, কেননা অতিরিক্ত জিদ এবং রাগ দ্বারা কাজে বিঘ্ন ঘটবে।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে
হার বনা কাম বিগাড় জাতা হে না-দানী মে

❋ ঘরে দরস শুরু করার জন্য ঘরের ঐ মুহরিম সদস্যকে প্রথমে বুঝান যার অন্তরে আপনার প্রতি কিছুটা স্নেহ মমতা রয়েছে। যদি সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে অন্যান্যরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, এর সংখ্যাও বেড়ে যাবে কিন্তু এ বিষয়টি হলো ধর্য্যের পরীক্ষা, এতে ধর্য্যের আঁচলকে আকড়ে ধরে রাখতে হবে।

(৯) দরস সর্বদা থেমে থেমে এবং ধীর গতিতে দিবেন।

(১০) যা কিছু দরস দিবেন, প্রথমে তা কমপক্ষে একবার দেখে নিন, যাতে ভুল না হয়।

(১১) ইরাবকৃত শব্দ (অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের উপর যবর যের, পেশ ইত্যাদি) ইরাব অনুসারেই উচ্চারণ করুন। এভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১২) হামদ, সালাত, দরূদ ও সালামের চারটি বাক্য, আয়াতে দরূদ এবং শেষের আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলীমা বা ক্বারী সাহেবাকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। অনুরূপভাবে আরবী দোয়া ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা ইসলামী বোনকে শুনাবেন না, একাকী ভাবেও পড়বেন না।

(১৩) দরস শেষের দোয়াসহ সাত মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন করুন।

(১৪) প্রত্যেক মুবাল্লীগার উচিত যে, দরসের পদ্ধতি, শেষের তারগীব ও শেষের দোয়া মুখস্থ করে নেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে দরস দেয়ার উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রয়োজন অনুযায়ী ইল্‌মে দ্বীন শিখা, যেহেতু প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। সুতরাং প্রয়োজনীয় ইল্‌মে দ্বীন শিখার জন্য ঘর দরস একটি অনেক বড় মাধ্যম। অতএব ঘর দরস দেয়ার উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ✯ দরস দেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
- ✯ এর মাধ্যমে ঘরের সদস্যদেরকে ভালবাসা পোষনকারী বরং প্রকৃত অর্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা (হিসেবে) তৈরী করা।
- ✯ দরসের অংশগ্রহনকারীদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা আর মুহরিমদেরকে মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং করানোর পাশাপাশি অন্যান্য মাদানী কাজে আমলীভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানসিকতাও প্রদান করা।
- ✯ দরসের অংশগ্রহনকারীদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগ ও মুয়াল্লীম/ মুবাল্লীগা ও মুয়াল্লীমা বানানো।

ইলাহী হার মুবাল্লীগ পায়করে ইখলাচ বন জায়ে
করম হো দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালো পর করম মাওলা[১]

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা।

মাদানী দরস দেয়ার পদ্ধতি

(ফয়যানে সুন্নাত এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য কিতাব ও রিসালা হতে দরস দেয়াকে **মাদানী দরস** বলা হয়।)

দরস প্রদানকারীর জন্য নির্দেশনা: দরস প্রদানকারীনি বন্ধনির () (Bracket) মধ্যে যা কিছু লিখা রয়েছে তা পড়ার পরিবর্তে আমল করবে। (তিনবার এভাবে আহ্বান করুন) কাছাকাছি এসে বসুন।

(অতঃপর পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসে এই ভাবে শুরু করুন:)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এরপর এইভাবে দরূদ ও সালাম পড়ান:)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(তারপর এভাবে বলুন:)

কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'যানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয় তবে যেভাবে আপনার সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে মাদানী দরস শ্রবণ করুন। কেননা অমনযোগী হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক শরীর, মাথার চুল ইত্যাদিকে নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতে এইভাবে উৎসাহিত করুন) এটা বলার পর **ফয়যানে সুন্নাত** ইত্যাদি থেকে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। (তারপর বলুন:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(যা কিছু লিখা রয়েছে তা পড়ে শুনিয়ে দিন। আয়াত ও আরবী ইবারতের শুধুমাত্র অনুবাদ পড়ুন, কোন আয়াত বা হাদীস শরীফের নিজের ইচ্ছানুসারে কখনোই ব্যাখ্যা করবেন না।)

দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন

(প্রত্যেক মুবাল্লীগার উচিত যে, এটা মুখস্ত করে নেয়া, দরস ও বয়ানের শেষে কোন রূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফা অর্জনের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা দেখুন ও শুনুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়্যতে অংশগ্রহণ এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে **"নেককার হওয়ার উপায়"** মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী বোন নিজের মাঝে এই মাদানী মানসিকতা গড়ে তুলুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য পরিবারের পুরুষদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ করম এ্যায়সা করে তুঝপে জাহাঁ মে
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পরিশেষে খুশু ও খুযু (খুশু হলো দেহের নম্রতা ও খুযু হলো মন ও মননের একাগ্রচিত্ততা) সহকারে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ!** দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। আমাদেরকে পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। **হে আল্লাহ!** আমাদেরকে তোমার এবং তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান করো। **হে আল্লাহ!** আমাদেরকে মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করা, নিজের মাহরিমকে মাদানী কাফেলায় সফর করানো এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজের উৎসাহ দেয়ার প্রেরণা দান করো। **হে আল্লাহ!** মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, বেকারত্ততা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন কষ্ট থেকে মুক্তি দান করো। **হে আল্লাহ!** ইসলামের উন্নতি দান করো আর ইসলামের শত্রুদের অপদস্ত করো। **হে আল্লাহ!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন

সম্পৃক্ততা দান করো। **হে আল্লাহ!** আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে তোমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **হে আল্লাহ!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল বাতাসের উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া কবুল করো।

কেহ্তে রেহ্তে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে
কর্দে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি[১]

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর পর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সুরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সুরা আস সাফফাত, আয়াত ১৮০-১৮২)

(পরিশেষে কলেমা পড়ে সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে মুখের উপর উভয় হাত বুলিয়ে নিন।)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ! আমাকে এবং যে ঘরে দরস দেয় তাদের সবাইকে বরং আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **প্রিয়**

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা।

হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **হে আল্লাহ!** যে দুনিয়ায় থাকাবস্থায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত থেকে ঘর দরস দেয়ার ব্যবস্থা করতে থাকবে তার হকেও আমার এই আগোছালো দোয়া কবুল করে নাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) বয়ান বা মাদানী মুযাকারা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক সত্তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া রয়েছে। তাঁর রচনাবলীর পাশাপাশি তাঁর মুবারক মুখেও **আল্লাহ তায়ালা** এমন প্রভাব দান করেছেন যে, অনেক গুনাহগার তাঁর সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং মাদানী মুযাকারার বরকতে তাওবা করে নেকীর পথে পরিচালিত হয়েছে, নেককারদের ভাবাবেশ বৃদ্ধি পায়, তাঁর সহচর্য আমল সংশোধনের উপায় হয়ে থাকে। তাঁর ফয়যান দ্বারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য মুবাল্লিগণের বয়ান সমূহও সমাজ সংশোধনের মাধ্যম হয়ে থাকে। তাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রত্যেক ইসলামী বোনকে দৈনিক কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারা শুনার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে, যাতে এর মাধ্যমে নিজের সংশোধনের মাদানী ফুল কুড়িয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে আকীদা ও আমল, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, চিকিৎসা ও আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন (Question) করা হয় এবং তিনি এর উত্তর (Answers) প্রদান করে থাকেন, একে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় মাদানী মুযাকারা বলা হয় এবং শনিবার (Satureday) ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিতব্য মাদানী মুযাকারাকে **সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা** নাম দেয়া হয়েছে। (প্রত্যেক **ইংরেজী মাসের প্রথম সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা**য় বিশেষ করে **ইসলামী বোনদের** সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন মাদানী মুন্না বা মুন্নীদেরকে দিয়ে বা SMS ইত্যাদির মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।)

মাদানী মুযাকারার মজলিশের ২৪টি মাদানী ফুল

(বহিঃবিশ্ব মজলিশে মুশওয়ারাত {দা'ওয়াতে ইসলামী})

(১) **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১] এই জন্য **মাদানী মুযাকারা মজলিশে**র প্রত্যেক পর্যায়ের যিম্মাদার শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত ৬৩টি মাদানী ইনআমাত হতে মাদানী ইনআম নং-১ এর উপর আমল করে এই নিয়্যত করতে থাকুন যে, আমি **আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী মুযাকারা মজলিশে**র

১. মু'জামুল কাবীর, ইহইয়া বিন আল কানথী আল আবি হাযেম, ৩/৫২৫, হাদীস নং- ৫৮০৯।

মাদানী কাজ মারকাযের নিয়ম অনুযায়ী করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। যে যিম্মাদারী আমাকে দেয়া হয়েছে তার দায়িত্ব পূর্ণ করা আমার উপর নৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে আবশ্যক।[১]

(২) **মাদানী মুযাকারা মজলিশের মাদানী কাজঃ দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত সকল অনুরক্ত ও যিম্মাদার (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক, প্রত্যেক বিভাগ, দারুস সুন্নাহ, জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (মহিলা শাখা) এর শিক্ষিকাগণ, নাযিমা (অধ্যক্ষা), ছাত্রীবৃন্দ, মাদানী কর্মচারীবৃন্দ ইত্যাদি) বরং সকল আশিকানে রাসূলেরও মাদানী মুযাকারা শুনার অভ্যাসী করতে হবে।

☆ আমাদের যিম্মাদারী সম্পর্কে যেই মাদানী ফুল আমরা পাব তা আমাদের মুখস্থ থাকা চাই, তবেই আমাদের মাদানী কাজের উন্নতি হবে। মাদানী ফুল বুঝিয়ে অপরকে দিন, মাদানী ফুলে প্রদানকৃত মাদানী কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিৎ, এভাবে মাদানী কাজ করতে করতে মাদানী ফুল অন্তরে বসে যাবে।[২]

(৩) মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ, অন্যান্য ফরয ইলমের পাশাপাশি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সকল কিতাব ও রিসালা সমূহ অধ্যয়ন করুন। নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা ছাড়া বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত শরয়ী মাসয়ালার নির্ধারিত পদ্ধতিতে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের নিকট হতে সমাধান করুন।

---

১. মাদানী মাশওয়ারা, মারকাযি মজলিশে শূরা, ৩১ জানুয়ারী হতে ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ইং।
২. মাদানী মাশওয়ারা, মারকাযি মজলিশে শূরা, ১৪ এপ্রিল ২০১৬ ইং।

(৪) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং বিশেষ সময়ের (যেমন; মুহররমের ১০ দিন, রবিউল আওয়ালের ১২ দিন, রবিউল আখিরের ১১ দিন, রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন আসরের পর এবং ইশার পর অনুষ্ঠিতব্য এবং যিলহজ্বের ১০ দিনের) মাদানী মুযাকারা শুধু নিজে একা দেখবে না বরং অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও দেখার উৎসাহ প্রদান করুন।

✯ সাধারণ ইসলামী বোনদেরকে অবশ্যই উৎসাহ প্রদান করুন, কিন্তু কার্যবিবরণী শুধু যিম্মাদারদের নিকট হতে নিবেন। এতে এই উপকার হবে যে, যিম্মাদারগণ নিয়মিত হয়ে যাবে এবং বিশুদ্ধ কার্যবিবরণী উপস্থাপিত হবে। ✯ **মাদানী মুযাকারা, ফরয ইলম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শিখার অনন্য মাধ্যম।**[১] ✯ মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আপনি সংগঠনের নিয়মাবলী শিখতে পারবেন। ✯ আমি মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনাদেরকে অবহিত করছি, আপনারা গ্রহণকারী হয়ে যান। ✯ নিয়ামতের গুরুত্ব, হারানোর পরই বুঝা যায়।[২]

(৫) মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার (যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) মাদানী মুযাকারা দেখার কথা SMS, মেইল বা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে স্মরণ করাতে থাকুন আর নিজের অধিনস্ত ইসলামী বোনদের এই মানসিকতা তৈরি করুন যে, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং বিশেষ মাদানী মুযাকারার মাদানী ফুল সমূহ নিজের ডায়েরী বা রেজিষ্টারে লিখে সংরক্ষণও করতে থাকুন

১. মারকাযী শূরার মাদানী মাশওয়ারা, ৩-৭ জানুয়ারী, ২০১১ ইং।
২. মারকাযী শূরার মাদানী মাশওয়ারা, ২৩-২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং।

এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যে মাদানী কাজের উৎসাহ দিয়েছেন তার উপর আমল করার নিয়্যত করে ঐ কাজকে সম্পন্ন করুন, অতঃপর ঐ মাদানী কাজ নিজের যিম্মাদার ইসলামী বোনকেও লিখে দিন।

(৬) **মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার** (এলাকা পর্যায়) সকল সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ঘোষণার (ঘোষণাপত্র প্রস্তুতকারী তা ৪ সপ্তাহের মধ্যে বন্টন করে দিন) মাধ্যমে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং বিশেষ মাদানী মাসে (মুহররম, রবিউল আওয়াল, রবিউস সানি, রমযানুল মুবারক এবং যিলহজ্ব) মাদানী চ্যানেলে সম্প্রচারিত মাদানী মুযাকারা দেখার/ শুনার পরিপূর্ণ উৎসাহ প্রদান করুন। (উদাহরণ স্বরূপ মাদানী মুযাকারা শুনার জন্য উৎসাহ প্রদানের ঘোষণা এই রিসালায় বিদ্যমান রয়েছে)

(৭) মাদানী মুযাকারা শুনার জন্য নিম্ন লিখিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:

✯ মাদানী মুযাকারা শুনার সময় যদি বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার অবস্থা হয়, তবে এ অবস্থায় UPS/ জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকলে, তবে এর মাধ্যমে ✯ ইন্টারনেটের ব্যবস্থা থাকলে তবে Chargeable ল্যাপটপ/ Tablet PC এর মাধ্যমে ✯ মাদানী চ্যানেল রেডিও এপ্লিকেশনের মাধ্যমে। চেষ্টা করুন যে, প্রত্যেক সপ্তাহে বা কমপক্ষে মাসে একবার msg এর মাধ্যমে সবাইকে উল্লেখিত মাধ্যম সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

(৮) বিভিন্ন প্যাকেজ কল (Call Packages) এর মাধ্যমে যদি অন্য কোন এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে, তবে T.V.'র নিকট ফোন রেখে শুনার ব্যবস্থা করতে পারেন।

(৯) যদি কোন সমস্যার কারণে মাদানী মুযাকারা সরাসরি (Live) শুনতে না পারেন তবে পরবর্তী দিন (Repeat) পুনঃপ্রচার শুনে নিতে পারেন। অথবা অন্য ব্যবস্থা স্বরূপ Website হতে Downloaded করে নিতে পারবেন।

☆ তবে Live (সরাসরি) মাদানী মুযাকারা Record করা মাদানী মুযাকারা মজলিশের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

(১০) প্রত্যেক পর্যায়ের যিম্মাদার ইসলামী বোন নিজে এবং আপন অধিনস্ত ইসলামী বোনদেরকে এই উৎসাহ দিন যে, নিজের পরিবারিক দায়িত্ব এবং মাদানী কাজ সারা দিনে এমনভাবে ব্যবস্থা করে রাখবেন যেন মাদানী মুযাকারার সময় কোন প্রকার জিনিসের ব্যবস্থা করতে না হয়।

☆ ঘুমকে কুরবানী দিয়ে মাদানী মুযাকারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনার ব্যবস্থা করুন।

(১১) প্রত্যেক পর্যায়ের মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ Live (সরাসরি) মাদানী মুযাকারাশুনার পাশাপাশি প্রতিদিন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একটি মাদানী মুযাকারা VCD/ DVD ইত্যাদিতে নিজেও শুনুন এবং পরিবারবর্গকেও শুনানোর ব্যবস্থা করুন।

☆ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা বা বয়ান সমূহের Sottware cd's এবং মেমোরী কার্ড, তাছাড়া ওয়েব সাইড www.dawateislami.net এবং www.ilyasqadri.net থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ☆ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারা শুনবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার প্রতি খুবই বেশি খুশি হন। (মাদানী ইনআমাত, ২৪ পৃষ্ঠা) ☆ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: একবার শুনলে হবে না, তা বারবার শুনতে থাকুন, একে নিজের আহায্য বনিয়ে নিন, বয়ান ও মাদানী মুযাকারা শুনাকে যদি রূহানী আহায্য বানিয়ে নেয়া যায়, তবে এলাকায় মাদানী কাজ শুধু বাড়বে না বরং ছড়িয়ে পরবে, নয় নয় এর তো পাখা গজিয়ে যাবে এবং তা উড়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। (মাদানী মুযাকারা নং- ৬৫)

(১২) ঘরের মধ্যে (VCD/ DVD) বয়ান বা মাদানী মুযাকারা শুনার ও শুনানোর জন্য এমন সময় নির্ধারন করা উচিৎ, যাতে পরিবারের সবার অন্যান্য ব্যস্ততা কম থাকে, যেনো সম্পূর্ণ একাগ্রতা এবং মনযোগের সাথে বয়ান শুনার উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।

(১৩) মাসিক তরবিয়্যতি হালকায়, মাদারাসাতুল মদীনায় (মহিলা শাখা) সাপ্তাহিক এবং জামেয়াতুল মদীনায় (মহিলা শাখা) প্রতিদিন ক্যাসেট বয়ান বা মাদানী মুযাকারা VCD/ DVD শুনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১৪) প্রত্যেক ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইসলামী বোনদের প্রশ্নসমূহ চালানো হয়ে থাকে, এই প্রশ্নসমূহ ১৫ দিন পূর্বে আপন

মুহরিম ইত্যাদির দ্বারা মাদানী চ্যানেলের জন্য রেকর্ড করিয়ে দিন। মাদানী মুন্নীদের বয়স সর্বোচ্চ ৭ বছর হলে Videoও করা যেতে পারে

☆ মাদানী মুন্নীর নিকট হতে যখন প্রশ্ন রেকর্ড করা হবে, তখন ক্যামরা (Camera) শুধু চেহারার উপর রাখবেন না, দূর থেকে রেকর্ড করবেন, মাদানী মুন্নী নিজের বয়সও বলবে, তাছাড়া যখনই Video রেকর্ড করা হয়, তখন বিশেষ করে লাইটের প্রতি খেয়াল রাখুন, Camera'র রেজাল্ট দেখে নিন, Camera স্ট্যান্ডে রাখুন, হাতও যেনো না কাঁপে আর শোরগোলও যেনো না হয়।

(১৫) হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا। অর্থাৎ একে অপরকে উপহার দাও, নিজেদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।[১] এর উপর আমলের নিয়্যতে প্রত্যেক মাসে মাদানী মুযাকারা শ্রবণকারী ইসলামী বোনের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অবস্থায় সম্ভব হলে ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা ব্যবস্থা করে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা ও কিতাব এবং VCD ও DVD, Memory Cards ইত্যাদির প্রত্যেক মাসে নিয়মিত বণ্টন করুন। তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত অন্যান্য কিতাব ও রিসালা সমূহ খুশি ও শোক (বিবাহ, ইন্তিকালে, চেহলাম ইত্যাদি) কষ্ট ও বিপদাপদ (বেকারত্বতা, সন্তানহীনতা ও অনৈক্য এবং অসুস্থতা ইত্যাদি) অনুযায়ী বণ্টন করার উৎসাহ দেয়ার মাঝে উপকারিতা রয়েছে।

১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু হুসনিল খুলুক, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১।

(১৬) **যিম্মাদার নিয়োগের পদ্ধতিঃ** মাদানী মুযাকারা মজলিশের মাদানী কাজের জন্য যিম্মাদার নিয়োগ পদ্ধতি যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত।

☆ প্রত্যেক পর্যায়ের মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোন ধৈর্যশীল, আনুগত্যকারী, বিশ্বাসী, কর্মঠ, সৎ চরিত্রবান, বোধশক্তি সম্পন্ন, গম্ভীর, যিম্মাদারীর প্রতি আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন, শরয়ী পর্দার অধিকারী, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হতে বিরত থাকা, মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারী বিশেষ করে মাদানী ইনআমাত নং ৪৭ এর অনুসারী, তাছাড়া নিয়মিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখা/শুনায় অভ্যস্থ, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী ভিত্তির প্রতিবিম্ব, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত, মাদানী মাশওয়ারা এবং তরবিয়্যতী হালকায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা, মোটকথা পরিপূর্ণভাবে উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া, আমলীভাবে মাদানী কাজে অংশগ্রহণকারীনি।

☆ মজলিশে মুশাওয়ারাতের যিম্মাদারই মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার।

☆ যেকোন পর্যায়ের এবং যেকোন বিভাগের ইসলামি বোনের নিয়োগ শুধুমাত্র এই বিবেচনায় করবেন না যে, তার মুহরিম (ইসলামী ভাই) এই বিভাগের যিম্মাদার বরং এটা বিবেচনা করবেন যে, ঐ ইসলামি বোন কি এই মাদানী কাজের উপযুক্ত? ১১ মে ২০০৯ইং নিগরানে শূরার মাদানী মাশওয়ারায় এই মাদানী ফুলেও বিদ্যমান যে, উপযুক্ত ও মানসিকতা সম্পন্নদের মাদানী কাজ দিন।

মাসিক মাদানী মাশওয়ারার তারিখ	পর্যায়	যিম্মাদার ইসলামী বোন
৩	যেলী হালকা	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (যেলী পর্যায়)
৪	হালকা	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (হালকা পর্যায়)
৫	এলাকা	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (এলাকা পর্যায়)
৭	ডিভিশন	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (ডিভিশন পর্যায়)
৯	কাবিনা	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়)
১১	কাবিনাত	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনাত পর্যায়)
১৩	দেশ	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (দেশ পর্যায়)
১৩	বহিঃবিশ্ব	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (বহিঃবিশ্ব পর্যায়)
১৫	আন্তর্জাতিক	মাদানী মুযাকারা মজলিশ, যিম্মাদার ইসলামী বোন (আন্তর্জাতিক পর্যায়)

(১৭) **মাসিক লক্ষ্য** (Target)ঃ প্রত্যেক পর্যায়ের মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামি বোন মাসিক লক্ষ্য পূরণ করুন এবং তা আপন যিম্মাদার ইসলামি বোনদের মাঝে বণ্টন করে আনন্দচিত্তে মাদানী মুযাকারা শ্রবণকারীনীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে থাকুন।

(১৮) মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) প্রত্যেক ইংরেজী মাসের **১৯** তারিখ হতে **২৬** তারিখের মধ্যেই নিজের **অগ্রিম জাদুয়াল** এবং ২ তারিখের মধ্যেই নিজের **জাদুয়াল কার্যবিবরণী** সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। (মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণের (যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) **জাদুয়াল** এবং **অগ্রিম জাদুয়াল** মাদানী ফুল যিম্মাদার ইসলামি বোনদের নিকট রয়েছে।)

★ মাদানী মাশওয়ারার আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য নির্দিষ্ট পর্যায় ব্যতিত অন্য কোন পর্যায়ের মাদানী মাশওয়ারা নেয়ার জন্য নিজের সংশ্লিষ্ট মুশাওয়ারাত মজলিশের যিম্মাদার ইসলামি বোনের অনুমতি নেয়া আবশ্যক।

(১৯) **কার্যবিবরণী ফরমের তারিখঃ** মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) মাসিক মাদানী মুযাকারার কার্যবিবরণী (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) প্রত্যেক ইংরেজি মাসের নিম্ন লিখিত তারিখ অনুযায়ী কার্যবিবরণী জমা করান:

কাবিনাত পর্যায়ঃ ১০, দেশ পর্যায়ঃ ১২, বহিঃবিশ্ব পর্যায়ঃ ১২ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ঃ ১৪ তারিখ।

মাসিক মাদানী মুযাকারার কার্যবিবরণী (যেলী, আন্তর্জাতিক পর্যায় রেকর্ড ফাইলে সংরক্ষিত রয়েছে)

(২০) মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়), **যেলী হতে আন্তর্জাতিক মাদানী মুযাকারার**

কার্যবিবরণী মজলিশ নিজের অধীনস্ত যিম্মাদারগণের কার্যবিবরণীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই পূরণ করুন। (মনে রাখবেন! কার্যবিবরণীর জন্য মাদানী মাশওয়ারা শর্ত নয়, যদি কোন কারণে মাদানী মাশওয়ারা নাও হয়, তবুও নির্দিষ্ট তারিখে আপন যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট জমা করিয়ে দিন)

☆ মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) আপন যিম্মাদার ইসলামি বোনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন, তাদেরকে নিজের কার্যবিবরণী অবহিত করুন এবং তার সাথে পরামর্শ করতে থাকুন, যে যিম্মাদারের সাথে যতো বেশি সম্পৃক্ত থাকবে, সে ততো বেশিই মজবুত হতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

(২১) মাদানী মুযাকারার যিম্মাদারগণের (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) মধ্য হতে যখন সংশ্লিষ্ট বিভাগে নতুন যিম্মাদার নিয়োগ হবে, তখন সংশ্লিষ্ট যিম্মাদার যথাযত সময় দিয়ে এই মাদানী ফুল বুঝানোর ব্যবস্থা করবেন, আর বহিঃর্বিশ্বে সেই দেশের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ মাদানী ফুল নির্বাচন করে শুধু তাই বুঝান।

(২২) মাদানী মুযাকারার মাদানী বাহার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী **"মাদানী বাহার ফরম"**এ লিখে নিন। (মাদানী বাহার ফরম পূরণ করার সময় দেখে নিন যে, কলাম সমূহ (ফোন নাম্বার এবং ঠিকানা ইত্যাদি) অসম্পূর্ণ তো নয়। যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে সাথে সাথেই পূরণ করে নিন, যদি কোন জায়গায় মাদানী বাহার ফরম সংরক্ষিত না থাকে, তবে সাদা কাগজে মাদানী মারকাযের নিয়ম

অনুযায়ী লিখে জমা করিয়ে দিন।) তাছাড়া মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার (কাবিনাত পর্যায়) সংগৃহিত মাদানী বাহারের সংখ্যা **মাদানী বাহার মজলিশের যিম্মাদার**কে (কাবিনাত পর্যায়) জানিয়ে দিন।

(২৩) মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদারগণ (যেলী হালকা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজের দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য নিম্ন লিখিত আমলগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন:

❀ ফরয ইল্‌ম শিখার চেষ্টা করতে থাকুন। ফরয ইল্‌ম শিখার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, বাহারে শরীয়ত, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ইহ্‌ইয়াউল উলুম ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ুন। বিশেষ করে সদরুল আফাযিল মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসলামী আকায়িদ সম্পর্কিত কিতাব যার নাম রাখা হয়েছে কিতাবুল আকায়িদ (মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত), বাহারে শরীয়তের প্রথম অংশ, কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, মাসয়ালা শিখার জন্য বাহারে শরীয়তের নির্দিষ্ট অধ্যায় এবং অংশ সমূহের পাশাপাশি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সকল কিতাব ও রিসালা সমূহ, সৎ ও অসৎ চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য বাতেনী বিমারীয়োঁ কে মালুমাত, সৎ চরিত্র গঠনের পদ্ধতি সম্বলিত কিতাব সমূহ (মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত) অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়ন করার জন্য কিছু সময় যেমন (সকালে ১৯

মিনিট) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা সমূহের জন্য এবং এভাবে অন্যান্য কিতাবের জন্যও কিছু সময় যেমন (মাগরিবের পর ও খাওয়ার পূর্বে ১৯ মিনিট) নির্দিষ্ট করুন।

❀ নিয়মিত বোরকা পরিধান করুন আর সৌন্দর্যবর্ধক বোরকা পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন।

❀ আমলীভাবে মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন, প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা মাদানী কাজে ব্যয় করুন, নিয়মিতভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও তরবিয়্যতী হালকায় অংশগ্রহন করুন।

❀ নিজের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের পাশাপাশি প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা আপনার যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট জমা করিয়ে দিন আর সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য নিজের মুহরিমকে জীবনে একবার একত্রে ১২ মাস, প্রতি ১২ মাসে ১মাস এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে ৩দিন জাদুয়াল অনুযায়ী মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিতে থাকুন।

❀ নিয়মিত ফিক্‌রে মদীনা করে আত্তারের আজমেরী, বাগদাদী, মক্কী এবং মাদানী কন্যা হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। তছাড়া স্থায়ী কুফ্‌লে মদীনা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা কম শব্দে, কিছু ইশারায় এবং কিছু লিখে করার চেষ্টার পাশাপাশি দৃষ্টিকে নত রাখার চেষ্টা করুন।

❀ মারকাযি মজলিশে শূরা, কাবিনা এবং নিজ বিভাগের মাদানী মাশওয়ারার মাদানী ফুল সমূহ নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকল যিম্মাদারের নিকট যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

❀ মাদানী কাজ দৃঢ়তার সাথে করার জন্য বিশেষ করে মাদানী ইনআমাত নং ২১ এবং ২৪ এর আমলকারী হয়ে যান।

❀ **মাদানী ইনআমাত নং ২১:** আপনি কি আজ মারকাযী মজলিশে শূরা, কাবীনাত, মুশাওয়ারাত এবং অন্যান্য সকল মজলিশ আপনি যার অধীনে রয়েছেন (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) তাদের আনুগত্য করেছেন কি?

❀ **মাদানী ইনআমাত নং ২৪:** কোন যিম্মাদার (বা সাধারণ ইসলামী বোন) হতে যদি দোষত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায় আর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তবে লিখিতভাবে অথবা তার সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে (উভয় অবস্থায় বিনয়ের সাথে) তা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, নাকি **আল্লাহ**র পানাহ! শরীয়তের বিনা অনুমতিতে অন্যকারো কাছে তা প্রকাশ করে গীবতের মতো কবীরা গুনাহ করে বসেছেন?

(২৪) **জিজ্ঞাসাবাদ করা: আমীরে আহলে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর বাণী: জিজ্ঞাসাবাদ করা মাদানী কাজের প্রাণ।**

☀ মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোন (যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মাদানী ফুলে বিদ্যমান মাদানী কাজ নিজের নিকট ডায়রীতে স্মরণ রাখার জন্য

লিখে রাখুন বা হাইলাইট করে নিন, যেনো যথাসময়ে প্রত্যেক মাদানী ফুলের উপর আমল করা যায়।

- মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোন (যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) নিজের অধীনস্ত যিম্মাদার থেকে মাসিক মাদানী মাশওয়ারায়ও জিজ্ঞাসাবাদ করুন যে, এই মাদানী ফুল সমূহের উপর কতটুকু পর্যন্ত আমল হয়েছে?
- কার্যবিবরণী দূর্বল হওয়ার সম্পৃক্ত যিম্মাদারদেরকে সতর্ক এবং আগামীতে ভালো করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে তৈরি করুন।
- মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোন (যেলী হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা মজলিশের মাদানী ফুলসহ সকল রেকর্ড (Desplay File) এ স্বযত্নে সংরক্ষণ করে রাখুন।
- সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা মজলিশের মাদানী ফুল সম্পর্কে যদি কোন মাদানী মাশওয়ারা থাকে, তবে সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী আপন যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট পৌঁছিয়ে দিন।
- সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা মজলিশের মাদানী ফুল সম্পর্কে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, তবে সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী আপন যিম্মাদার ইসলামী বোনের নিকট পৌঁছিয়ে দিন।
- মাদানী মুযাকারা মজলিশের যিম্মাদার ইসলামী বোন (কাবিনা পর্যায়) শরয়ী সফর করার কারণে অপারগতার ক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে মাদানী মাশওয়ারা করেও মাদানী ফুল জেনে নিতে পারবে।

☀ আপনার দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ দেশের নিগরান এবং সংশ্লিষ্ট দেশের যিম্মাদারের অনুমতিতে এই মাদানী ফুল প্রয়োজনানুসারে সংকলন করা যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা

(**লক্ষ্য:** প্রতি যেলী হালকায় কমপক্ষে একটি প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা, **সদস্য:** ১২ জন ইসলামী বোন, **সময়:** ১ ঘন্টা ১২ মিনিট)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে প্রতিদিন যেলী হালকায় প্রাপ্তবয়স্কা ইসলামী বোনদেরকে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে পাক শিখানো হয়ে থাকে। যাকে প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা বলে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআন আরবী ভাষায় (Arabic Language) **আরবী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা আরবী বাচন ভঙ্গি ও উচ্চারণ সহকারে পড়ার হুকুম কিছুটা এভাবে ইরশাদ করেন: اِقْرَاُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَب অর্থাৎ কোরআনকে আরবী বাচন ভঙ্গি ও উচ্চারণ সহকারে পাঠ করো।[১] কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে! বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে আরবী বাচন ভঙ্গি ও উচ্চারণ সহকারে এখন কোরআনে করীম পাঠকারীর সংখ্যা খুবই কমে গেছে। ح এবং ه, ذ, ز, ظ, ض এবং ث, س, ص এবং ع ও ء এর মধ্যে পার্থক্য করে পাঠকারীনী খুবই কম।

১. মু'জামুল আওসাত, ৫/২৪৭, হাদীস নং- ৭২২৩।

মনে রাখবেন! বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে পাক পাঠ করা ফরয। ح এবং ه, ذ, ز, ظ, ض এবং ث, س, ص এবং ع ও ء এর উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পার্থক্য হওয়া উচিৎ, লাহানে জলী তথা বড় ভুল (অর্থাৎ হরফকে অন্য হরফ দ্বারা পরিবর্তন করার কারণে) যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব এই কারণেই যেসকল ইসলামী বোন বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে পাক পড়তে জানে না, একে প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পড়ার এবং পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।[১]

মাদানী ফুল: সকাল ৮টা থেকে আসরের আযান পর্যন্ত যেকোন সময় যেকোন পর্দাসংরক্ষিত স্থানে প্রতিদিন এক ঘন্টা ১২ মিনিট প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা চাই, যদি যেলী হালকায় প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা মজবুত হয়ে যায়, তবে ৮টি মাদানী কাজের মাদানী বাহার আসতে পারে। (বিস্তারিত জানার জন্য প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ২৬ মাদানী ফুল অধ্যয়ন করুন)

রহো বা-অযু মে সদ ইয়া ইলাহী!
দে শওকে তিলাওয়াত দে যওকে ইবাদত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১. বুখারী, কিতাবু ফাদ্বায়িলুল কুরআন, ১২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০২৭।

সাপ্তাহিক ২টি মাদানী কাজ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত **সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **মিনহাজুল আবেদীনে** বলেন: মুসলমানের সম্মিলিত ইবাদত দ্বারা দ্বীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় এবং কাফের ও বেদ্বীনরা মুসলমানের একতা দেখে জ্বলতে থাকে আর জুমা ইত্যাদি দ্বীনি ইজতিমায় রবকত এবং রহমত অবতীর্ণ হয়, অতএব সংসারত্যাগী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক যে, জুমা, জামাআত ও দ্বীনি ইজতিমা সমূহে সাধারণ মুসলমানের সাথে অংশগ্রহণ করা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুসলমানের ইজতিমা সমূহ ইসলামের শান ও মহত্বের প্রকাশস্থলই শুধু নয় বরং শরীয়তের বিধিবিধান শিখারও একটি বড় মাধ্যম আর এর জন্য যদি কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা যায়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই একদিনে একত্রিত হওয়াও সম্ভব। যেমন; যখন মদীনায় ইসলামের বার্তা প্রসার হয় এবং শহর আশপাশের লোকেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুসয়াব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার হতে জুমা প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয়া হলো[১] যাতে তিনি এই দিনে সকলকে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিধিবিধান শিখাতে পারেন। অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও বৃহস্পতিবারকে লোকদের ওয়াজ ও নসীহত করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন।[২] অতএব ওয়াজ ও

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১৬৩। ২. বুখারী, কিতাবুল ইলম, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০।

নসীহতের এই ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখতেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সাপ্তাহিক ইজতিমা সমূহের ব্যবস্থা কিছুটা এভাবে করা হয়েছে:

(৫) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

(**যেলী হালকার লক্ষ্য:** সাপ্তাহিক ইজতিমা ১টি এবং প্রতি যেলী হালকার সদস্য কমপক্ষে ১২জন ইসলামী বোন ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবে)

সপ্তাহের কোন একদিন নির্দিষ্ট করে ২ ঘন্টার মধ্যেই যেলী হালকা/ হালকা/ এলাকা (শহর) পর্যায়ে পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে এমন জায়গায় ইসলামী বোনদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ডিভিশন পর্যায়ে প্রত্যেক রবিবার ইসলামী বোনদের ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে নিগরানে শূরা বা শূরার বিভিন্ন সদস্যরা মাদানী চ্যানেলে সরাসরি (Live) বয়ান হয়ে থাকে।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার ব্যবস্থাপনা

- সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য সজ্ঞান, সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারীনি, উপযুক্ত, দায়িত্বের প্রতি সজাগ ইসলামী বোনকে ইজতিমা যিম্মাদার হিসাবে মনোনিত করুন।
- সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য ইসলামী বোনদের মাঝে বিভিন্ন যিম্মাদারী বন্টন করে দিন।
- অংশগ্রহনকারীনি ইসলামী বোনদের দেখভালের জন্য মিশুক, নরম প্রকৃতির, সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারীনি, হিতাকাংখী ইসলামী বোন নিবার্চিত করুন।

- হারিয়ে যাওয়া জিনিসের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আমনতদার, সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারীনি, দায়িত্বের প্রতি সজাগ ইসলামী বোনকে দায়িত্ব প্রদান করুন।
- ইসলামী বোনদের মাইক, মাইক্রোফোন, সিডি প্লেয়ার (CD Player), ইকু সাউন্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা একেবারেই অনুমতি নেই, এ প্রসঙ্গে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"**-এ বলেন: মনে রাখবেন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে ইসলামী বোনেরা লাউড স্পীকার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সুতরাং ইসলামী বোনেরা মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, যাই হোক না কোন, না লাউড স্পীকারে বয়ান করবে আর না এতে নাত শরীফ পাঠ করবে। মনে রাখবেন! পরপুরুষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে, এরপরও নির্ভিকভাবে বয়ান করা এবং নাত শ্রবণকারীনি গুনাহগার এবং সাওয়াবের পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের অধিকারী হয়ে যায়। (আওয়াজ উচ্চ হওয়ার কারণে ইসলামী বোনদের স্লোগান দেয়ার অনুমতি নেই, তাই ইজতিমায় গীবতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এ স্লোগানও দেয়া হয় না।)
- ইজতিমার পর নতুন আগত ইসলামী বোনদের সাথে অগ্রগামী হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাক্ষাৎ এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে নিজের নিকট তার নাম ও মোবাইল নাম্বার লিখে নিয়ে পরবর্তীতে যোগাযোগও করবে এবং বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ প্রদান করবে।

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জাদুয়াল

নং	বিষয়	সময়
১	তিলাওয়াত	৩ মিনিট
২	নাত	৬ মিনিট
৩	দরস	৭ মিনিট
৪	দোয়া শিখানো	৭ মিনিট
৫	সুন্নাতে ভরা বয়ান ও ঘোষণা	৬৩ মিনিট
৬	দরূদে পাক	৭ মিনিট
৭	যিকির ও দোয়া	২০ মিনিট
৮	সালাতু সালাম	৪ মিনিট
৯	মজলিশ সমাপ্তির দোয়া	৩ মিনিট
	মোট সময়-	**১২০ মিনিট (২ ঘন্টা)**

সুন্নাতো কি লুটনা জা কে মাতআ হো জাহা ভি সুন্নাতো কা ইজতিমা[১]

আত্তারের দোয়া

জো পাবন্দ হে ইজতিমাআত কা ভি মে দেতা হো উস কো দোয়ায়ে মদীনা[২]

(৬) মাদানী দাওরা

(মাদানী দাওরার লক্ষ্য: প্রতি যেলী হালকায় সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা ১টি। সদস্য: কমপক্ষে ২ বা ৩ জন ইসলামী বোন)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার একদিন পূর্বে মাদানী দাওরার মাদানী ফুলে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ৭২ মিনিট সময়ে চেনাজানা গলিতে পর্দা সহকারে ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামী বোনদেরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করা হয়, একে মাদানী দাওরা বলা হয়।

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৫ পৃষ্ঠা। ২. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা।

করম সে নেকী কি দাওয়াত কা খুব জযবা দেয়
ধুম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব! [১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত আসলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা। যার উদ্দেশ্য হলো নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখা এবং এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মুফাস্সীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: (নেকীর দাওয়াত) প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার পদ মর্যাদা (Status) এবং সক্ষমতা অনুসারে ওয়াজিব, এতে কোরআন ও হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মতও ঐক্যমত। (নেকীর দাওয়াত) দেয়া শাসক, উলামা ও মাশায়িক বরং প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, এটা শুধু একটি গোষ্টির মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া ঠিক নয় আর বাস্তবতাও এটাই যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি একে নিজের দায়িত্ব মনে করে, তবে সমাজে নেকীর নীড়ে পরিণত হতে পারে।[২]

মন্দকে পরিবর্তন করার জন্য প্রত্যেক স্তরের মানুষকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে, কেননা ইসলামে কোন মানুষকে তার সামর্থের চেয়ে বেশি কষ্ট দেয়া হয় না। প্রতিষ্ঠানের মালিক, শিক্ষক (Teacher), পিতামাতা (Parents) ইত্যাদি যারা নিজের অধীনস্তদের নিয়ন্ত্রন (Corntrol) করতে পারবে তারা আইনের (Law) প্রতি যথাযথভাবে আমল করিয়ে আর বিরুদ্ধাচরণ করা

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা। ২. মিরাতুল মানাজিহ, প্রথম অধ্যায়, ৬/৫০২।

অবস্থায় শাস্তি প্রদান করে মন্দকে নিঃশেষ করতে পারে। ইসলামের মুবাল্লীগগণ, ওলামা ও মাশায়িক, সাংবাদিক (Journalists) এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম (Means of Communication) যেমন; রেডিও (Radio) এবং টিভি ইত্যাদি দ্বারাও লোকজন নিজের বক্তব্য ও লেখনি বরং কবিরা (Poets) নিজের কবিতার (Poems) মাধ্যমে মন্দকে মুলৎপাটন করে দিন এবং নেকীকে সমুন্নত করুন। মুখে নেকীর দাওয়াত দেয়াতেই উল্লেখিত অবস্থা সমূহ পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণ মুসলমান যারা কোন অবস্থাতে কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে না, আর সে বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমে মন্দকে নিঃশেষ করতেও পারে না, সে অন্তর থেকে এই মন্দকে মন্দ মনে করবে। যদিও এটি ঈমানের দূর্বলতম পর্যায়, কেননা চেষ্টা করে মুখ দ্বারা থামানো উচিৎ। কিন্তু অন্তর দ্বারা মন্দ মনে করলেই তবে নিশ্চয় স্বয়ং সে নিজে মন্দের নিকটবর্তী হবে না এবং সমাজের (Society) অসংখ্য লোক সঠিক পথে চলে আসবে।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় ইলমে দ্বীন **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রেখে যাওয়া সম্পদ, যা অর্জন করার জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিৎ। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে; একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর লোকদেরকে বললেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে এখানে দেখছি অথচ ওখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫০৩।

উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন হচ্ছে। তোমরা গিয়ে নিজের অংশ নিচ্ছো না কেন? এটা শুনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: কোথায় সম্পদ বন্টন হচ্ছে? তখন তিনি বললেন: মসজিদে। তারা দ্রুত মসজিদের দিকে চললো, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, লোকেরা ফিরে এসে আরয করলো: আমরা তো সেখানে কোন উত্তরাধীকারী সম্পদ বন্টন হতে দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি দেখেছো? আরয করলো: আমরা দেখেছি যে, কিছু লোক নামায পড়ছে, কিছু লোক তিলাওয়াত করছে আর কিছু লোক ইলমে দ্বীন অর্জন করছে। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এটাই তো **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তরাধীকারী সম্পদ।[১]

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর বাণী: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যে বড় বড় যিম্মাদার মাদানী দাওরায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে না, সে আমার নিকট দায়িত্বহীন হিসেবে সাব্যস্ত। (যে অপারগ সে অক্ষম) সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করে নিজের যেলী হালকায় নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত আবশ্যই দিন। যদি আপনি একা হন, তবে মীনা উপত্যকায় একা, তাবুতে তাবুতে গিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১. মুজামুল আওসাত, ১/৩৯০, হাদীস নং- ১৪২৯।

মাসিক ২টি মাদানী কাজ

(৭) মাসিক তরবিয়্যতী হালকা

(**হালকার লক্ষ্য:** প্রতি ডিভিশন)

(**হালকার শুরাকার লক্ষ্য:** প্রতি যেলী হালকা ৭ ইসলামী বোন)

ইংরেজি মাসের ৩য় বৃহস্পতিবার ডিভিশন পর্যায় ৩ ঘন্টার যিম্মাদারগণ এবং অন্যান্য ইসলামী বোনকে মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী অযু, গোসল, নামায, সুন্নাত, দোয়া ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসয়ালা, দরস ও বয়ানের পদ্ধতি এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষা ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখানো হয়, তাছাড়া শাজারায়ে আলীয়া এবং ওযীফাও মুখস্ত করানো হয় এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাজ বৃদ্ধি করার মানসিকতা প্রদানের পাশাপাশি মাদানী কাজ বুঝিয়ে কোন না কোন যিম্মাদারী সমর্পন করা হয়। একে মাসিক তরবিয়্যতী হালকা বলে থাকি।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে পরিচালনাকারী, এর মাদানী কাজ সম্পাদনকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হোক।

☞ মাসিক তরবিয়্যতী হালকা যিম্মাদারদের মাদানী প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অসাধারণ মাধ্যম।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত এই মাদানী উদ্দেশ্য নিজের মাঝে ধারণ করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং**

সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" অতএব এই মাদানী উদ্দেশ্যকে ধারন করার সহজ পদ্ধতি রয়েছে, এই জন্য মাসিক মাদানী কাজ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং অপর ইসলামী বোনদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক।

(৮) মাদানী ইনআমাত

(**লক্ষ্য:** প্রতি যেলী হালকায় ১২জন ইসলামী বোন)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিৎনার যুগে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় সম্বলিত শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বিত সমষ্টি ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি মাদানী ইনআমাত প্রশ্নাবলী (Questions) আকারে প্রদান করেন। অতএব নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন এবং ইনফিরাদী কৌশিশকারী মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে সংগ্রহ করারও চেষ্টা করুন।

মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইনআমাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন: যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে, তখন আমার অন্তর খুশিতে মদীনার বাগানে পরিণত হয়। অথবা যখন শুনি যে, অমুক মুখ এবং চোখের বা

যেকোন একটির কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়েছে, তখন আশ্চর্য এক সুখানুভুতি অনূভব করি।

যে মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী একনিষ্ঠতার সহিত **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করবে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে **আল্লাহ তায়ালার** প্রিয় পাত্রে পরিণত হবে।

মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকার সম্বলিত, সুতরাং শয়তান এই বিষয়ে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবে যে, আপনি যেনো স্থায়ী না হন, কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না এবং মেহেরবানী করে অপর ইসলামী বোনকেও মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে থাকুন। দুই একবার বলাতে যদি কেউ আমল না করে, তবে হতাশ হবেন না বরং বলা অব্যাহত রাখুন। কানে বারবার আসা কথা কখনো না কখনো অন্তরেও প্রভাব বিস্তার করবেই। মনে রাখবেন! যদি একজন ইসলামী বোনও আপনার বুঝানোর দ্বারা আমল করা শুরু করে দেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার জন্য সাওয়াবে জারীয়া হয়ে যাবে, আপনার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে আর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার এলাকায় কোরআন সুন্নাতের মাদানী কাজ শুধু বৃদ্ধি পাবে না বরং দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে। শুধু তাই নয়, এর ডানা গজিয়ে যাবে এবং হঠাৎ মদীনা শরীফের দিকে উড়তে শুরু করবে আর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে।

তু ওলী আপনা বানালে উস কো রাব্বে লাম ইয়াযাল
মাদানী ইনআমাত পর করতা হে জু কোয়ী আমল[১]

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা।

মাদানী বাহার

বাবুল মদীনা (করাচীর) এক ইসলামী বোনের বয়ানের সারমর্ম হলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের পরিবারের সদস্যরা **আক্বায়ে নিয়ামত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বংশধর। সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঐ খলিফা আমার সম্মানিতা আম্মাজানের নানাজান ছিলেন এবং আমাদের পরিবারের সকল সদস্য তাঁর মুবারক হাতে বাইয়াত ছিলেন। তাঁর হাতে বাইয়াতের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসা ও ভক্তি শিরায় শিরায় বিরাজমান ছিলো, কিন্তু আমলগত জীবনে উদাহরণ কাগজের টুকরোর মতো ছিলো। বিশেষ করে নিয়মিত নামায আদায় হতে বঞ্চিত ছিলাম, তাছাড়া ফ্যাশন এবং গান বাজনা শুনার অশুভ কাজে লিপ্ত ছিলাম। রাগ এবং খিটখিটে স্বভাব আমার দ্বিতীয় অভ্যাস ছিলো, আমার ফুফাতো ভাই (যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো) ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার ভাইকেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুধু অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দেয়নি বরং তার সাথে নিয়ে যেতে লাগলো। ভাইজান ইজতিমা হতে ফিরে এসে ইজতিমার বিবৃতি শুনাতো, যাতে সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনাও শুনতাম, যার কারণে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রতি টান অনুভব করতে লাগলাম।

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২ হিঃ
মুয়াত্তা ইমাম মালেক	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪৩৩ হিঃ
মুসনাদে আহমদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৯ হিঃ
বুখারী	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২৮ হিঃ
তিরমিযী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ ইং
আল মু'জামুল কবীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৭ ইং
আল মু'জামুল আওসাত	দারুল ফিকির, ওমান, ১৪২০ হিঃ
মিরাতুল মানাযিহ	নঈমী কুতুবখানা, গুজরাট
মুকাশাফাতুল কুলুব	কোয়েটা, পাকিস্তান
আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১০ হিঃ
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭ হিঃ
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২৬ হিঃ
যওকে নাত	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৬ হিঃ
ইনফিরাদী কৌশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৫ হিঃ

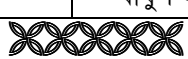

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আপনার শহরে সংগঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ☆ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ☆ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **আবার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা